

সংবাদ বিশ্লেষণ

বিশ্বাসঘাতকদের সুর্গরাজ্য পাকিস্তান

হামিদ মীর, ইসলামাবাদ

ভারতের সেনাবাহিনী প্রতিবছর ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস উদযাপন করে। ১৯৭১ সালের এই দিনে ঢাকায় ৯০ হাজার পাকিস্তানি সেনা ভারতীয়দের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। কিন্তু পাকিস্তানের অনেক মানুষ এখন বিশ্বাস করে, তাদের সেনাবাহিনী ভারতীয়দের কাছে পরাজিত হয়নি, হেরেছিল বাঙালিদের কাছে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির নেপথ্যে এই বাঙালিরাই মূল শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে পাকিস্তানের চেয়ে ভারতীয় সেনাদের বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। মাত্র ছয় বছর পর সেই একই ভারতীয় সেনা কীভাবে ঢাকায় আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের সামনে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে নাস্তানাবুদ করার শক্তি পেল? এই প্রশ্নটি নিয়ে বর্তমানে পাকিস্তানে অনেক তর্ক-বিতর্ক হচ্ছে।

পাকিস্তানের অধিকাংশ জনগণ বিশ্বাস করে, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হারের কারণ রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়া। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ বিজয়ী হয়। কিন্তু সেনাবাহিনী আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে মোটেই আগ্রহী ছিল না। আর এরই ফলে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে শুরু হয়েছিল আন্দোলন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী সমঝোতার বদলে অস্ত্রের মুখে এই আন্দোলন দমানোর চেষ্টা করে। পাকিস্তানি বাহিনীর শক্তি প্রয়োগের পরিণতিতে দেখা দেয় গৃহযুদ্ধ। ভারত এই গৃহযুদ্ধের সুযোগ নিয়ে পাকিস্তানে হামলা করে বসে। ভারতের হামলার কিছুদিন পর বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের জন্ম হয়। তবে বাস্তবতা হচ্ছে, ভারত নয়, পাকিস্তান সরকারই বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছে। তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের আচরণের কারণে বাংলাদেশ তাদের বিদায় জানাতে বাধ্য হয়।

অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ১৯০৬ সালে প্রথম ঢাকায় পাকিস্তান মুসলিম লীগের জন্ম হয়েছিল। যখন ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়, তখন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও শেখ মুজিব মুসলিম লীগেই ছিলেন। অবিভক্ত পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল ছিলেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ আর প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান। দুর্ভাগ্যক্রমে ১৯৪৮ সালে জিন্নাহর মৃত্যুর পর পাকিস্তান বিশ্বাসঘাতকদের অভয়ারণ্যে পরিণত হয়। এই বিশ্বাসঘাতকেরা তাদের বিদেশি প্রভুদের আশীর্বাদে সরকারে গুরুত্বপূর্ণ পদ দখল করে। তারা অবিভক্ত পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের দরিদ্র জনগণকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে থাকে।

জিন্নাহর উত্তরসূরি হিসেবে পাকিস্তানের দ্বিতীয় গভর্নর জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পান বাঙালি রাজনীতিক খাজা নাজিমউদ্দিন। এরই মধ্যে ১৯৫১ সালে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান রাওয়ালপিন্ডিতে খুন হন। নতুন একটি দেশের জন্য এ ঘটনা ছিল বিরাট এক ধাক্কা। দুঃখজনক এ ঘটনার পর খাজা নাজিমউদ্দিন প্রধানমন্ত্রী হন। আর পাঞ্জাবি আমলা গোলাম মোহাম্মদকে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। পাকিস্তানের এই সংকটকালে মীর জাফরের একজন বংশধর প্রতিরক্ষা সচিব হন। তাঁর জন্ম তৎকালীন বাংলায় হলেও তিনি বাঙালি ছিলেন না। তিনিই বাঙালি প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে পড়েন। তাঁর নাম ছিল মেজর জেনারেল ইক্সান্দার মির্জা। ১৯৫১ সালে এই ব্যক্তিই আইয়ুব খানকে সেনাপ্রধান করতে সহায়তা করেন। তিনি গোলাম মোহাম্মদ ও আইয়ুব খানের সহযোগিতায় ১৯৫৩ সালে নাজিমউদ্দিনকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করেন।

এরপর আরেক বাঙালি মোহাম্মদ আলীকে পাকিস্তানের নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। মোহাম্মদ আলী একজন বিখ্যাত কূটনীতিক হলেও রাজনীতিবিদ হিসেবে তাঁর তেমন একটা পরিচিতি ছিল না। প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়ার আগে তিনি ওয়াশিংটনে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি মনোনয়ন পাওয়ার মাত্র তিন দিন পর তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার পাকিস্তানের কয়েক হাজার টন গম জাহাজে করে পাঠিয়ে দেন। এরই মধ্যে মেজর জেনারেল ইক্সান্দার মির্জাকে নতুন গভর্নর করে ঢাকায় পাঠানো হয়। তিনি বাঙালিদের রাজনৈতিক প্রতিরোধকে ভেঙে দেওয়ার জন্য বর্বরভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে ব্যবহার করেন। এরই

পুরস্কার হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকার কয়েক মাসের মধ্যে তাঁকে দেশের সুরাষ্ট্রমন্ত্রী করে।

সেনাবাহিনীর সহায়তায় ১৯৫৫ সালে ইক্ষান্দার মির্জা গভর্নর জেনারেলের পদ দখল করেন। বরখাস্ত করেন মোহাম্মদ আলীকে। তিনি ১৯৫৬ সালে আরেক বাঙালি রাজনীতিক হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ দেন। আর নিজেকে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা দেন। (পাকিস্তানের সরকারি ওয়েবসাইটে প্রথম প্রেসিডেন্ট হিসেবে ইক্ষান্দার মির্জাকে সিকান্দার মির্জা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে) এ সময় বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়। বাঙালিরা পশ্চিম পাকিস্তানিদের ওপর বেজায় ক্ষুব্ধ ছিলেন। কারণ প্রেসিডেন্ট মির্জা হচ্ছেন বিশ্বাসঘাতক আর প্রধানমন্ত্রী সোহ্‌রাওয়ার্দী ছিলেন ক্ষমতাহীন। মির্জা তাঁর নিজের লোকদের স্বার্থের বিরুদ্ধে সোহ্‌ওয়ার্দীকে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সোহ্‌ওয়ার্দী নিজেকে আরেকজন 'মীর জাফর' বানাতে চাইলেন না। ফলে মীর জাফরের বংশধর সোহ্‌ওয়ার্দীকে বরখাস্ত করলেন। এরপর পাকিস্তান ইক্ষান্দার মির্জা আর আইয়ুব খানের মতো অনেক মীর জাফরের হাতে গিয়ে পড়ে। ও হ্যাঁ, এ প্রসঙ্গে আমি মীর জাফর সম্পর্কে আপনাদের কিছু কথা বলতে চাই।

সৈয়দ মীর মোহাম্মদ জাফর আলী খান বা মীর জাফর ছিলেন বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব। তাঁর শাসন ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বের সূচনা করে। তাই ভারতীয় ইতিহাসে তাঁর স্থান একজন বিশ্বাসঘাতক হিসেবে। সৈয়দ আহমদ নাজাফির ছেলে আরব বংশোদ্ভূত মীর জাফর নিঃসু-রিক্ত অবস্থায় বাংলায় আসেন। সৌভাগ্যবশত এখানে তিনি নবাবের সেনাবাহিনীতে চাকরি পেয়ে যান আর ধীরে ধীরে নিজেকে নবাবের সামনে তুলে ধরেন। নবাব আলীবর্দী খাঁ পরে তাঁর সৎবোন শাহ খানমকে মীর জাফরের হাতে তুলে দেন। সেই সঙ্গে সাত হাজার সদস্যের অশ্বারোহী বাহিনীর দায়িত্ব তুলে দেন তাঁর হাতে। আলীবর্দী খাঁর সাভাবিক মৃত্যুর পর সিরাজ-উদ-দৌলা বাংলার নবাব হন। মীর জাফর তখন নবাবের পরের স্থান বকশি বা সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান ছিলেন। তিনি নবাব সিরাজের ওপর সম্ভ্র ছিলেন না। কারণ সিরাজ ওই অঞ্চলের হিন্দু সম্প্রদায়কে বেশি গুরুত্ব দেন। এরপর মীর জাফর সিদ্ধান্ত নেন, যে করেই হোক সিরাজ-উদ-দৌলাকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করতে হবে এবং নিজেকে হতে হবে নবাব।

নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা যখন ব্রিটিশবিরোধী অভিযান নিয়ে ব্যস্ত, তখনই মোক্ষম সুযোগ আসে মীর জাফরের হাতে। তিনি গোপনে ব্রিটিশদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলেন। ১৭৫৭ সালের ১ মে মীর জাফর ব্রিটিশ কলকাতা কাউন্সিলের সঙ্গে একটি গোপন চুক্তি করেন। ওই গোপন চুক্তিতে তিনি বাংলার সিংহাসন পাওয়ার বিষয়টিও নিশ্চিত করেন। কাশিমবাজারে ব্রিটিশ কুঠির প্রধান উইলিয়াম ওয়াটস কূটনৈতিক দক্ষতা দিয়ে মীর জাফরের সঙ্গে গোপন ষড়যন্ত্র মেতে ওঠেন। ১৭৫৭ সালের ৫ জুন তিনি নিজে মীর জাফরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর থেকে আনুগত্যের অঙ্গীকার আদায় করে নেন।

পলাশীর যুদ্ধের দিন সিরাজ-উদ-দৌলা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ব্রিটিশদের তুলনায় তাঁর বাহিনীও ছিল অনেক বড়। কিন্তু সংকটের মুহূর্তে মীর জাফর তাঁর লোকবল নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ব্রিটিশদের হাতে নবাবের সেনাদের পরাজয় দেখছিলেন। ব্রিটিশ বাহিনী ছোট হলেও তারা ছিল আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। মীর জাফর ১৯৫৭ সালে ব্রিটিশদের ভারতে ঢুকতে এবং বাংলার ক্ষমতা দখলে সহায়তা করেছিলেন।

যুক্তরাষ্ট্রের বেনেডিক্ট আরনল্ড (ব্রিটিশদের সহায়তা করে নিজের জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেন মার্কিন সেনা কমান্ডার) এবং ফ্রান্সের ফিলিঁ পেতঁর (বিশ্বাসঘাতক ফরাসি জেনারেল, যিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশদের সহায়তা করেন) মতো মীর জাফরকেও একইভাবে মনে রেখেছে বাংলার জনগণ। তবে হ্যাঁ, তাঁর নাম ধরে বাংলার মানুষ অন্যকে গালাগাল দেয়। উর্দুতেও এখন মীর জাফর শব্দটি বাগধারার মধ্যে ঢুকে পড়েছে, যার অর্থ বিশ্বাসঘাতক।

আমি আপনাদের মীর জাফরের ইতিহাস বিস্তারিতভাবে বলেছি এ জন্য যে, পাকিস্তানের প্রথম প্রেসিডেন্ট ইক্ষান্দার মির্জা সেই মীর জাফরের বংশধর (প্রপৌত্র)। ব্রিটিশ প্রশিক্ষিত এই সেনা কর্মকর্তা রাজনীতিকদের হুঁদুরের মতো মনে করতেন। ১৯৫৯ সাল ছিল পাকিস্তানের নির্বাচনের বছর। হোসেন শহীদ সোহ্‌ওয়ার্দী মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর বোন ফাতেমা জিন্নাহের সহযোগিতা নিয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে বন্ধপরিকর ছিলেন। বিশ্বাসঘাতক ইক্ষান্দার মির্জা ভালো করেই জানতেন, সোহ্‌ওয়ার্দী নির্বাচনে জিতলে তাঁকে ক্ষমা করবেন না। তাই ক্ষমতা আঁকড়ে রাখতে তিনি ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে প্রথম সামরিক শাসন জারি করেন। কিন্তু তিনি জানতেন না, তাঁর জন্য আরও বিস্ময় অপেক্ষা করছে। সামরিক শাসন জারির কয়েক দিন পর আরেক মীর জাফর সেনাপ্রধান আইয়ুব খান তাঁকে গ্রেপ্তার করেন। তারপর মির্জাকে দেশত্যাগে বাধ্য করে নিজে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হন। উপমহাদেশের ইতিহাসে ওই প্রথম কোনো নেতাকে দেশত্যাগে বাধ্য করা হয়। ১৯৬৯ সালে ইক্ষান্দার মির্জা লন্ডনে মারা যান। কিন্তু তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের প্রথম প্রেসিডেন্টকে নিজ দেশে দাফনের অনুমতি দেননি। তাই


লন্ডন থেকে ইস্কান্দারের মরদেহ ইরানে নেওয়া হয়। পরে তেহরানে তাঁকে দাফন করা হয়।


জেনারেল ইয়াহিয়া খান ইস্কান্দার মির্জার নিয়তি থেকেও কোনো শিক্ষা নেননি। তিনিও পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাকেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিল। কিন্তু ইয়াহিয়া শেখ মুজিবের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে অস্বীকৃতি জানান। সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি জনগণের সঙ্গে এটি ছিল সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতকতা। ফলে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বাংলায় বিদ্রোহ শুরু হয়। আর এই বিদ্রোহই শেষ পর্যন্ত ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ঢাকায় পাকিস্তানি বাহিনীকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করেছে। ১৯৫৩ সালে পাকিস্তানে চালু হওয়া নীতির করুণ পরিণতি ছিল এই আত্মসমর্পণ।

দুর্ভাগ্য, এত কিছুর পরও পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর জেনারেলরা কোনো শিক্ষা নেননি। ১৯৭১ সালের পর পাকিস্তান এবং বাংলাদেশে বারবার রাজনীতিতে সেনাবাহিনী হস্তক্ষেপ করেছে। জেনারেল জিয়াউল হক ১৯৭৭ থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতায় ছিলেন। তারপর ১৯৯৮ সাল থেকে এখন পর্যন্ত জেনারেল (অব.) পারভেজ মোশাররফ ক্ষমতা দখল করে আছেন। ১৯৬৯ সালে ইস্কান্দার মির্জাকে তেহরানে দাফন করা হলেও তাঁর প্রেতাত্মা এখনো জীবিত। শুধু নাম বদল হয়েছে, কিন্তু চরিত্র বদলায়নি। জেনারেল আইয়ুব খান, জেনারেল ইয়াহিয়া খান, জেনারেল জিয়াউল হক হয়ে তিনি বেঁচেছিলেন এবং এখন জেনারেল মোশাররফ হয়ে বেঁচে আছেন। পাকিস্তান এখনো বিশ্বাসঘাতকদের সূর্যরাজ্য। ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস উদযাপনের কোনো অধিকার ভারতীয় সেনাবাহিনীর নেই। কারণ, তাদের বাংলাদেশে থাকতে দেওয়া হয়নি। বাঙালিরাই এই দেশ জয় করেছে। আমি জানি, বাংলাদেশিরাও ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস হিসেবে উদযাপন করে। কিন্তু তাদের পাকিস্তানি ভাইবোনেরা এখনো এ যুগের মীর জাফরদের বিরুদ্ধে বিজয়ের অপেক্ষার প্রহর গুনছেন।

(হামিদ মীর, জিও টেলিভিশনের নির্বাহী সম্পাদক; ই-মেইল-hamid.mir@geo.tv)

URL : <http://www.prothom-alo.com/print.php?t=h&nid=MTI2NjQ=>

 বন্ধ করুন

 প্রিন্ট করুন

[Home](#) | [About Us](#) | [Feedback](#) | [Contact](#)

Best viewed at 1024 x 768 pixels and IE 5.5 & 6

Editor : Matiur Rahman, Published by : Mahfuz Anam, 52 Motijheel C/A , Dhaka-1000.

News, Editorial and Commercial Office: CA Bhaban, 100 Kazi Nazrul Islam Avenue, Karwan Bazar, Dhaka-1215.

Phone: (PABX) 8802-8110081, 8802-8115307-10, Fax: 8802-9130496, E-mail : info@prothom-alo.com

Copyright 2005, All rights reserved by

Prothom-Alo.com

[Privacy Policy](#) | [Terms & Conditions](#)